**বিআরটিএ-এর অন-লাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে যানবাহনের কর ও ফি সংগ্রহ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

হোটেল শেরাটন, রবিবার, ৩০ কার্তিক ১৪১৭, ১৪ নভেম্বর ২০১০

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

**আসসালামু আলাইকুম।**

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-বিআরটিএ-এর অন-লাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে যানবাহনের কর ও ফি সংগ্রহ ব্যবস্থা চালুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি আশা করি অন-লাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে কর ও ফি প্রদান পদ্ধতি চালুর ফলে বিআরটিএ-এর কাজের গতিশীলতা আরও বাড়বে। পাশাপাশি গ্রাহকদের ভোগান্তি অনেকাংশে কমে যাবে।

গ্রাহক-বান্ধব এ পদ্ধতি চালু করায় আমি বিআরটিএ এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**সুধিমন্ডলী,**

অনলাইন ব্যাংকিং-পদ্ধতি চালুর ফলে গ্রাহকগণ বিভিন্ন ফি’র টাকা সহজে জমা দিতে পারবেন। দেশের যে কোন প্রান্তে অবস্থিত বিআরটিএ অফিসের কর্মকর্তারা অনলাইন ডাটাবেইজ থেকে টাকা জমা হয়েছে কিনা তা জানতে পারবেন। ফলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে গ্রাহকদের আর হয়রানির শিকার হতে হবে না।

গ্রাহকগণ জমার রসিদ দেখিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারবেন।

নুতন পদ্ধতিতে কর ও ফি খেলাপিদের তালিকা, অনাদায়ী করের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ডাটাবেইজ থেকে পাওয়া যাবে। ফলে অনাদায়ী কর ও ফি আদায় সহজ হবে।

**সুধিবৃন্দ,**

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল। আমরা যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করেছি।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ‘ভিশন ২০২১’ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেই। সরকারি সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছি। ইতোমধ্যেই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছি।

আপনারা জানেন, গত বৃহস্পতিবার আমরা সারাদেশের ৫৪০১ টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র উদ্বোধন করেছি। প্রতিটি কেন্দ্রে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট সংযোগসহ যাবতীয় সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সেবার ক্ষেত্রে আমরা ঘুষ-দুর্নীতির চক্র ভেঙে দিতে চাই। সবকিছু ডিজিটাল হয়ে গেলে ঘুষ-দুর্নীতি আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সরকারি কেনাকাটার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও অন-লাইন করে দেব। যাতে টেন্ডার দাখিল নিয়ে কেই পেশীশক্তি দেখাতে না পারে।

১৯৯৬-২০০১ সময়ে দায়িত্ব পালনকালে আমরা মোবাইল ফোনের একচেটিয়া ব্যবসা ভেঙে দিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। ফলে আজ খুব কমদামে সারাদেশের মানুষ মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারছেন। সারাদেশে এখন প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ মেবাইল ফোনের গ্রাহক।

আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উপজেলা হাসপাতালগুলোতে জরুরি চিকিৎসাসেবা চালু করেছি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রেলের টিকেট কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ফরম পূরণ করা যাচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

আমরা দেশে কম্পিউটার সংযোজনের উদ্যোগ নিয়েছি। অচিরেই সরকারিভাবে কম্পিউটার বাজারজাত করা হবে। একটা কম্পিউটারের দাম পড়বে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা ।

তথ্য পাওয়া মানুষের অধিকার। গত মেয়াদে আমরা সেজন্য বেসরকারি টেলিভিশন, বেতার স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন সরকারি টেলিভিশন ছাড়াও দেশে ১১ টি চ্যানেল চালু আছে। আরও প্রায় ১২টি চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

খুব শিগগীরই সংসদ টেলিভিশন চালু হতে যাচ্ছে। সংসদ চলাকালে এ চ্যানেল সংসদের কার্যবিবরণী সম্প্রচার করবে। অন্য সময়ে এ চ্যানেলে শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচা করা হবে। আমরা তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছি। তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

**সুধিবৃন্দ,**

আমাদের দেশের যোগাযোগের প্রধান বাহন সড়ক পথ। বর্তমানে সড়ক পথে শতকরা ৭৬ ভাগ যাত্রী পরিবহন ও ৬২ শতাংশ পণ্য পরিবহন হয়ে থাকে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একদিকে সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেমন জরুরি, তেমনি সড়ক পথে যানবাহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণের যাতায়াত সহজ ও নিরাপদ করা একান্ত অপরিহার্য।

আপনারা জানেন, প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক লোক অকালে মারা যান। এটা খুবই দুঃখজনক। এসব দুর্ঘটনা বহু পরিবারের জন্য দুর্যোগ ডেকে নিয়ে আসে। আর এসব দুর্ঘটনার বেশির ভাগই হয়ে থাকে অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহিন গাড়ি এবং ট্রাফিক আইন-কানুন না মানার কারণে।

এসব অনিয়ম আমরা বন্ধ করতে চাই। আমরা নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহন সহজ, সাচ্ছন্দ ও নিরাপদ করার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।

বুয়েটে Accident Research Centre স্থাপন করা হয়েছে। পেশাদার গাড়ী চালকদের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। পর্যায়ক্রমে ১০,০০০ গাড়ি চালককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

২০ বছরের অধিক পুরাতন বাস, মিনিবাস এবং ২৫ বছরের অধিক পুরাতন পণ্যবাহী যানবাহন ঢাকা শহরে চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিআটিএ’র সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার জন্য আমরা ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, জামালপুর ও চট্টগ্রামে আরও ৫টি নুতন সার্কেল চালু করেছি।

মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা সহজলভ্য করার জন্য বাস-ট্রাকের গন্তব্যস্থলেও পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফিটনেস পরীক্ষা করার কাজ আউটসোর্সিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে কর ও ফি গ্রহণের প্রক্রিয়া ডিজিটাল করার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অন-লাইন ব্যবস্থা চালুর অনুরোধ জানাচ্ছি।

**সুধিবৃন্দ,**

আমাদের সীমিত রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন চলাচলের ফলে বাড়ছে যানজট। বিশেষ করে ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে যানজট সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে।

ঢাকা মহানগরীকে যানজটমুক্ত করতে আমরা স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। গণ পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য বিআরটিসি ইতোমধ্যেই ১০০ বাস রাস্তায় নামিয়েছে। আগামী মাসেই আরও ১৬৮টি বাস চালু হচ্ছে। কোরিয়া এবং ভারত থেকে আরও ৭৫০ টি একতলা ও দ্বিতল বাস খুব শিগগিরই আনা হচ্ছে।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে আমরা বিভিন্ন সংযোগ সড়ক নির্মানসহ দ্বিতল সড়ক (Elevated Expressway), ভূতল সড়ক (Sub-way), ফ্লাইওভার, ঢাকা শহরের চর্তুপার্শ্বে রিং রোড ও Waterway নির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

উত্তরার কুড়িলে বহুমাত্রিক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলছে। বিজয় সরণী-তেজগাঁও রেলওয়ে ওভারপাস এবং টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা হয়েছে।

পুরাতন ঢাকার যানজট নিরসনে গুলিস্থান যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভারের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। গোলাপশাহ মাজার থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজও খুব শিগগিরই শুরু হবে।

ইতোমধ্যে দেশের বৃহত্তম ‘‘পদ্মা সেতু’’ নির্মাণের যাবতীয় উদ্যোগ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালেই পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামে ৬টি ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

আমাদের সকল কর্মকান্ডের একটাই উদ্দেশ্য তা হচ্ছে আমরা জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাই। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, দুর্নীতিমুক্ত শান্তির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ব ইনশাআল্লাহ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....